চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৪ অক্টোবর ২০২১খ্রি.

ওয়ার্ড কার্যালয় উদ্বোধনকালে মেয়র
নিজস্ব ভূ-সম্পত্তিতে আয়বর্দ্ধক প্রকল্প
বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে নগরবাসীর কর দিয়ে চলতে হয়, কিন্তু এই আয় দিয়ে সেবার পরিধি বাড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই নিজস্ব ভূ-সম্পত্তিতে আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে নগরবাসীর দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় যা মেনে নেয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকতে হবে। নইলে উন্নয়ন কাজ বাঁধাগ্রস্থ হবে। তিনি আজ সোমবার সকালে চকবাজার চসিক কাঁচাবাজার মার্কেটের ২য় তলায় নতুন ওয়ার্ড কার্যালয়ের উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন'র সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাবু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকী সেনগুপ্ত, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আমিনুল হক রঞ্জু, মঞ্জুর হোসেন, আবুল কালাম প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, পলিথিন সভ্যতার অভিশাপ। কর্ণফুলীতে পলিথিনের জমাট ও ভারী আবরণে ড্রেজিং করা যাচ্ছে না। পলিথিন জলাবদ্ধতার বড় কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তিনি নগরবাসীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পলিথিনের ভোগান্তি ও যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে সচেতন থেকে নাগরিক দায়িত্ব পালনের আহŸান জানান। তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সহায়তায় গৃহকর আদায়ে সক্রিয় হতে রাজ¯^ বিভাগকে আহŸান জানান্য। ওয়ার্ড কার্যালয়ে উদ্বোধনকালে মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা মো. লোকমান।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১
শুধুমাত্র সুখের সন্ধান না করে নগরকে
পরিবেশবান্ধব রাখতে হবে: মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষ সুখের সন্ধানে থাকে। এ কারণে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অতিরিক্ত পরিমানে বেড়েছে। যেমন বাসা বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, এসি'র ব্যবহার, প্রাইভেট গাড়ির ব্যবহার, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উড়োজাহাজের ব্যবহার বেড়েছে। এসব সুবিধা একদিকে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে জীবন-যাপনকে সহজ করে দিলেও, গাড়ি ও উড়োজাহাজের কালো ধোয়া, মিথেন গ্যাস পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। এজন্য মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে নগরকে পরিবেশবান্ধব রাখতে হবে।
তিনি আজ সোমবার বিকেলে নগরীর টাইগারপাসস্থ কর্পোরেশনের অস্থায়ী কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে চটগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সহযোগীতায় ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এলআইইউপিসি প্রকল্পে'র উদ্যোগে 'বিশ্ব বসতি দিবস-২১' এর আলোচনা সভায় এ কথা বলেন। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'পরিবেশবান্ধব নগর গড়ি, কার্বণ নিঃসরণ সীমিত করি'। ১৯৮৫ সালের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার বিশ্বব্যাপী বিশ্ব বসতি দিবস উদ্যাপিত হয়ে আসছে।
অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী এস.এম. মনিরুজ্জামান। আরো বক্তব্য রাখেন এলআইইউপিসি(ইএনডিপি)এর টাউন ম্যানেজার সরোয়ার হোসেন খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ব্র্যাক এমএন্ডই'র অফিসার মো. মাসুম বিল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন চসিক মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম।
অনুষ্ঠানে মেয়র আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। একদিকে মানুষ বাড়ছে, অন্যদিকে ফসলি জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হচ্ছে আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র কিন্তু জনসংখ্যায় তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। তাই এখানে পরিকল্পিত বসতি এখন থেকে গড়ে তোলা না গেলে ভবিষ্যতে আবাসন একটি বড় সমস্যা হিসেবে রূপ নেবে। এজন্য আমাদের সজাগ, সতর্ক হয়ে পরিকল্পিত বসতি গড়ার প্রয়াস এখন থেকেই শুরু করতে হবে। শুরুতে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির নেতৃত্ব দেন মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত
সড়ক ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করার অপরাধে
২৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা ও জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে নগরীর আরকান রোডের কাপ্তাই রাস্তার মাথা হতে কামাল বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে জনসাধারনের চলাচলে জন্য রাস্তা ও ফুটপাত অবমুক্ত করা হয়। উক্ত অপরাধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে ১৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৬১ হাজার টাকা এবং স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস পরিচালিত অভিযানে ১৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৫১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগনকে সহায়তা প্রদান করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যাদায় মেয়র সংলাপে-রেজাউল কমির চৌধুরী
স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আজ সোমবার সকালে নগরীর একটি হোটেলে জলবায়ু পরিবর্তনে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যাদায় মেয়র সংলাপে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

সংলাপে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার মেয়র, কাউন্সিলর, স্থানচ্যুত মানুষের প্রতিনিধি, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, সুশীল সমাজ ও যুবদের অংগ্রহণে এই সংলাপের আয়োজন করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার রক্ষায় সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। যেসব জায়গা থেকে মানুষ বাস্তুহীন হচ্ছে সেখানের জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকেই অধিকার রক্ষায় প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হবে। নগর প্রশাসন ইতিমধ্যে নগরে অবস্থিত বাস্তচ্যুত মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন ৩৫০ বাস্তুচ্যুত পরিবারকে স্থায়ীভাবে বাসস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং নগরের ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করেছে। তিনি ইপসার প্রস্তাবিত ২১ দফার সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। নগরে বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় নগর প্রশাসনসহ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থাদের এগিয়ে আসতে হবে। মেয়র সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুগুনিয়া পৌরসভার মেয়র শাহজাহান সিকদার, সন্দ্বীপ পৌরসভার মেয়র মুক্তাদির মওলা সেলিম।

বক্তা ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্বিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও ডিন ড. এ বি এম আবু নোমান, প্যানেল মেয়র, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, এডাব সভাপতি এবং ইলমার প্রধান নির্বাহী নারী নেত্রী জেসমিন সুলতানা পারু, মোহাম্মদ শাহজাহান, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমিন পারভিন জেসি, লুৎফুন নেছা দোভাষ বেবী ও আইবিপি ম্যানেজার, ব্রিটিশ কাউন্সিল শিরিন লিরা ।

সংলাপে ধারণা পত্র পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. আমীর মুহাম্মদ নুসরুলাহ ও ইপসা প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবদুস সবুর। ইপসার প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত সংলাপে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন নগরীর ভেরামারা মার্কেট, বক্সিরহাট ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত ফরিদা ইয়াসমিন ও মুসলেহ উদ্দিন ও কক্সবাজার জেলার বাস্তুচ্যুত মুহাম্মদ জিয়াউল করিম। ইপসার পক্ষ থেকে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ২১দফা সুপারিশ করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩